অর্থনীতি পরিচিতি
(Introduction to Economics)

ইউনিট ১

ভূমিকা

জন্মের পর থেকে মৃত্যু পর্যন্ত মানুষ অসীম অভাবের সম্মুখীন হয়। এর প্রধান কারণ হচ্ছে সীমিত সম্পদ। অভাবের তুলনায় সম্পদের সীমাবদ্ধতার কারণে মানবজীবনে অর্থনৈতিক সমস্যার সৃষ্টি হয়। এই অবস্থায় মানুষ কিভাবে সীমিত সম্পদের মাধ্যমে অসীম অভাব পূরণ এবং সমন্বয় সাধন করে– ইহাই মূলত: অর্থনীতির আলোচ্য বিষয়।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	**ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ৫ দিন**

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ ১.১: অর্থনীতির উৎপত্তি, বিকাশ ও বিষয়বস্তু

পাঠ ১.২: অর্থনীতি পাঠের প্রয়োজনীয়তা

পাঠ ১.৩: অর্থনৈতিক ও অ-অর্থনৈতিক কার্যাবলি

পাঠ ১.৪: অর্থনৈতিক ব্যবস্থা

পাঠ ১.১ অর্থনীতির উৎপত্তি, বিকাশ ও বিষয়বস্তু (Origin, Growth and Subject matter of Economics)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা-

- অর্থনীতির উৎপত্তি ও বিকাশ বর্ণনা করতে পারবেন;
- অর্থনীতির ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- অর্থনীতি কি বিষয় নিয়ে আলোচনা করে তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- অর্থনীতির দশটি নীতি বর্ণনা করতে পারবেন।

মূলপাঠ

অর্থনীতির উৎপত্তি ও বিকাশ

গ্রীসে সর্বপ্রথম অর্থনীতির চর্চা শুরু হয়। ইংরেজি "Economics" শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ হচ্ছে অর্থনীতি, যা গ্রীক শব্দ "Oikonomia" থেকে এসেছে। 'Oikonomia' শব্দটির অর্থ হচ্ছে গার্হস্থ্য পরিচালনা। গ্রীক দার্শনিক এরিস্টটল অর্থনীতিকে গার্হস্থ্য পরিচালনার বিজ্ঞান (Science of the Household Management) হিসেবে অভিহিত করেন। সুতরাং, আমরা বলতে পারি উৎপত্তিগত দিক থেকে অর্থনীতি হচ্ছে গার্হস্থ্য ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত বিজ্ঞান – যেখানে পরিবারের বিভিন্ন মৌলিক সমস্যা এবং এসব সমস্যা সমাধানের প্রক্রিয়া বিদ্যমান। কিন্তু পরবর্তীতে সমাজ ও সভ্যতার অগ্রগতির সাথে সাথে মানুষের চিন্তাধারা ও কর্ম পরিধি শুধুমাত্র গৃহের মধ্যেই সীমাবদ্ধ না থেকে ব্যাপকতা লাভ করে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষদিকে অর্থনীতি একটি স্বতন্ত্র বিষয় হিসেবে আবির্ভূত হয়। অর্থনীতিবিদ Adam Smith ১৭৭৬ সালে তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ "An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations" এ অর্থনীতিকে সম্পদের বিজ্ঞান বলে অভিহিত করেন। তাঁর এই বই আজকের অর্থনীতির মূল ভিত্তি। পরবর্তীতে ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে অর্থনীতি আধুনিক যুগে প্রবেশ করে। ১৯৩০ সালে আমেরিকাসহ ইউরোপ মহাদেশের বিভিন্ন দেশে মহামন্দা শুরু হয়। এ কারণে এসব দেশের অর্থনীতি বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। এ সময় ত্রাণকর্তা হিসেবে আবির্ভূত হন অর্থনীতিবিদ J.M. Keynes। তিনি অর্থনীতিতে যেসব সংস্কার করেন তা মহামন্দা কাটাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। আধুনিক যুগে James Tobin, Paul. A. Samuelson, Jon Robinson, Milton Friedman, Velfredo Pareto প্রমুখ অর্থনীতিবিদ অর্থনৈতিক চিন্তাধারাকে সমাজকল্যাণের সাথে যুক্ত করেন। তাই বর্তমানে অর্থনীতি কল্যাণের অর্থনীতি হিসেবেও পরিচিত।

অসীম অভাব

মানুষকে আনন্দ বা তৃপ্তি দেয় এমন বস্তুগত অথবা অবস্তুগত দ্রব্য ও সেবা পাওয়ার আকাঙ্ক্ষাকে অভাব বলে। জন্মলগ্ন থেকেই মানুষকে সীমাহীন অভাবের সম্মুখীন হতে হয়। একটি অভাব পূরণ হতে না হতেই আরেকটি অভাব দেখা যায়। মানুষের প্রয়োজনীয় দ্রব্য ও সেবার অভাব পূরণ হলে আরামদায়ক দ্রব্য বা সেবার অভাব অনুভূত হয়। সেটি পূরণ হবার সাথে সাথেই বিলাস জাতীয় দ্রব্য বা সেবার অভাবের মুখোমুখি হতে হয়। এভাবে মানুষের নিরন্ড়র চাওয়া বা অভাবের শেষ নেই। যেমন- কোন মানুষ যখন ভাড়া বাসায় থাকে পরবর্তীতে আরাম আয়েশ বা স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য নিজের বাসায় থাকার আকাঙ্ক্ষা অনুভব করে। সেটি পূরণ হলে মানুষের মনে উন্নতমানের গাড়ি, মূল্যবান অলংকার ও উন্নত সেবা ইত্যাদির অভাব সৃষ্টি হয়। আবার কারও কারও ক্ষেত্রে যিনি দুবেলা দুমুঠো খেতে পারছেন পরবর্তীতে তিনি উন্নত খাবার ও বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা এবং অন্যান্য ভোগদ্রব্য যেমন- টেলিভিশন, রেফ্রিজারেটর, টেলিফোন ইত্যাদির অভাব অনুভব করে। এভাবেই অভাব বৃদ্ধি পেতে থাকে। এজন্যই বলা হয় অভাব অসীম।

দুষ্প্রাপ্যতা ও নির্বাচন

অভাব পূরণের জন্য প্রাপ্তব্য সম্পদের চেয়ে অভাব বেশি হওয়াটাই হচ্ছে দুষ্প্রাপ্যতা। অন্যভাবে বলা যায়, অভাবের চেয়ে সম্পদের স্বল্পতা বা অপর্যাপ্ততাকেই দুষ্প্রাপ্যতা বলে। মানুষের জীবনে অভাব সীমাহীন হলেও অভাব পূরণের জন্য সম্পদ সীমিত। এই দুষ্প্রাপ্যতা সর্বত্র। সমাজে ধনী-গরীব নির্বিশেষে সবাই এ সমস্যার সম্মুখীন হয়। কোন কোন অর্থনীতিতে কোন কোন সম্পদ প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়, যেমন- যুক্তরাষ্ট্রে ভূমি, মধ্যপ্রাচ্যে তেল, দক্ষিণ আফ্রিকায় সোনার খনি ইত্যাদি। তথাপি এসব দেশেও সকল জনগণের অভাবের পূরণের জন্য সম্পদ সীমিত। কারণ কেউই তার বর্তমান অবস্থা নিয়ে সন্তুষ্ট থাকে না।

যেহেতু অর্থনীতিতে সম্পদ সীমিত অর্থাৎ মানুষের অভাব পূরণের উপকরণ অসীম নয় সেহেতু মানুষ তার চাওয়ার পুরোটাই পায় না। তখনই মানুষকে নির্বাচন সমস্যায় পড়তে হয়। সাধারণত নির্বাচন বলতে বাছাই করাকে বুঝায়। মানুষের অভাব পূরণে সম্পদের দুষ্প্রাপ্যতা থাকায় বিভিন্ন অভাবের মধ্য থেকে অপেক্ষাকৃত গুরুত্বপূর্ণ অভাবটি বাছাই করে মানুষ তা পূরণের চেষ্টা করে। অর্থনীতিতে ইহাকে নির্বাচন বলে।

শিক্ষার্থীর কাজ	
আপনার নিজের পাঁচটি অভাব এর কথা চিন্তা করুন। এদের সবগুলোই কি আপনার পক্ষে পূরণ করা সম্ভব? যদি না হয়, তাহলে সে সম্পর্কে যুক্তিসহকারে লিখুন।	

সুযোগ ব্যয়

অর্থনীতিবিদরা সম্পদের দুষ্প্রাপ্যতা এবং নির্বাচনের মধ্যে সমন্বয় করার জন্য সুযোগ ব্যয় ধারণাটি ব্যবহার করে। সম্পদের দুষ্প্রাপ্যতার কারণে মানুষকে অবশ্যই নির্বাচন করতে হয়। যখন আমাদের অসীম অভাবের সবটুকু পূরণ হয় না তখনই বিকল্প কিছু নির্বাচন করতে হয়। অসীম অভাবের ক্ষেত্রে একটি পেতে গেলে আরেকটি ত্যাগ করতে হয়। এই ত্যাগকৃত সুযোগই হচ্ছে সুযোগ ব্যয়।

অর্থনীতিবিদদের এর মতে, কোন জিনিসের সুযোগ ব্যয় সর্বোত্তম বিকল্প দ্রব্যটির উৎপাদন ত্যাগের ব্যয়। সাধারণভাবে বলা যায়, একটি দ্রব্যের অতিরিক্ত একক উৎপাদন পাওয়ার জন্য অপর একটি দ্রব্যের উৎপাদন যা অবশ্যই ত্যাগ করতে হয়। এই ত্যাগের পরিমাণ হল সুযোগ ব্যয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, একজন শিক্ষার্থীকে তার প্রাত্যহিক পড়াশুনা শেষ করে অবসর সময়ে সাইকেল চালানো এবং গল্পের বই পড়া- এ দুটির মধ্যে যেকোন একটিকে নির্বাচন করতে হয়। সেক্ষেত্রে যদি সে সাইকেল চালানো নির্বাচন করে তখন সাইকেল চালানোর সুযোগ ব্যয় হচ্ছে গল্পের বই পড়া।

অর্থনীতির সংজ্ঞা ও বিষয়বস্তু

অর্থনীতি একটি গতিশীল বিষয়। সমাজ ও সভ্যতার পরিবর্তনের সাথে সাথে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি ও চিন্তাধারার ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে। ফলে অর্থনীতির সংজ্ঞা ও বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে পুরাতন ধারণা ও দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তনের সাথে সাথে নতুন নতুন চিন্তা-চেতনার সূচনা হয়েছে। বিভিন্ন সময়ে অর্থনীতি সম্পর্কে দেয়া কয়েকজন বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদদের সংজ্ঞা নিম্নে দেয়া হলোঃ

ক্লাসিকাল অর্থনীতিবিদদের প্রধান এবং অর্থনীতির জনক এডাম স্মিথ এর মতে, 'অর্থনীতি হচ্ছে এমন একটি বিজ্ঞান যা জাতিসমূহের সম্পদের উৎস, ধরণ ও কারণ অনুসন্ধান করে'। নিউ ক্লাসিকাল অর্থনীতিবিদ আলফ্রেড মার্শাল সম্পদের চেয়ে মানবকল্যাণের উপর প্রাধান্য দিয়ে ১৮৯০ সালে তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'Principles of Economics' এ বলেন, 'অর্থনীতি এমন একটি বিষয় যা মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সাধারণ কার্যাবলি নিয়ে আলোচনা করে।' অধ্যাপক মার্শালের মতে, মানুষের জন্য সম্পদ প্রয়োজন কিন্তু সম্পদ সংগ্রহই একমাত্র উদ্দেশ্য নয়। অর্থনীতির মূল লক্ষ্য হচ্ছে মানুষের কল্যাণ সাধন। অর্থাৎ মানুষ কিভাবে অর্থ উপার্জন করে এবং তা বিভিন্ন অভাব মোচনে ব্যয় করে তাই অর্থনীতির আলোচ্য বিষয়। আধুনিক অর্থনীতিবিদদের মতে, মানুষের সকল কার্যাবলির মূল কারণ হচ্ছে অভাবমোচন। কিন্তু অভাবের তুলনায় সম্পদ সীমিত। আধুনিক অর্থনীতিবিদের মধ্যে অধ্যাপক এল. রবিন্স বলেন, 'অর্থনীতি এমন একটি বিজ্ঞান যা মানুষের অসীম অভাব এবং বিকল্প ব্যবহারযোগ্য দুষ্প্রাপ্য উপকরণসমূহের মধ্যে সমন্বয় সাধনকারী কার্যাবলি আলোচনা করে। মানুষের অভাব অসীম কিন্তু অভাব পূরণকারী সম্পদ খুবই সীমিত। তাই অসীম অভাব ও বিকল্প ব্যবহারযোগ্য সীমিত সম্পদের মধ্যে কিভাবে সামঞ্জস্য বিধান করা যায় তা অর্থনীতি আলোচনা করে।

অর্থনীতির কোনো সংজ্ঞাই সমালোচনার উর্ধ্বে নয়। তবে বর্তমানে অধিকাংশ অর্থনীতিবিদই এল. রবিন্সের সংজ্ঞাকেই অধিক গ্রহণযোগ্য হিসেবে স্বীকার করেন।

অর্থনীতির দশটি নীতি

১। মানুষ আদান-প্রদান করে

সমাজে যেসব দ্রব্য ও সেবা পাওয়া যায় তার পরিমাণ সীমিত কিন্তু এসব দ্রব্যের ও সেবার প্রয়োজন অসীম। সমাজে প্রত্যেকের ভোগ চাহিদা পূরণে সমাজে প্রাপ্ত দ্রব্য বা সেবার পরিমাণ পর্যাপ্ত নয়। একারণে সমাজকে সিদ্ধান্ত নিতে সীমিত সম্পদ কিভাবে ব্যবহার করবে এবং কিভাবে সমাজে বসবাসরত বিভিন্ন মানুষের মধ্যে এই সম্পদ বণ্টন করবে। উপরের আলোচনা থেকে আমরা বলতে পারি, পছন্দের কোনো জিনিস পেতে হলে অপর আরেকটি পছন্দের জিনিস ছেড়ে দিতে হয়। উদাহরণস্বরূপ আপনি যদি অবসর সময়ে খেলাধুলা করেন তাহলে বাড়িতে বসে টিভি দেখতে পারবেন না। ঠিক তেমনি কোনো রাষ্ট্র যদি প্রতিরক্ষা খাতে ব্যয় বেশি করে তাহলে ঐ দেশের জনগনের জীবিকা নির্বাহে ব্যয় কমাতে হবে। এভাবে সমাজে মানুষ আদান-প্রদানের (trade off) মধ্যে বিকল্প অবস্থা বাছাই করে।

২। একটি সুযোগ গ্রহণ করলে অপর একটি সুযোগ মানুষকে ছেড়ে দিতে হয়

সম্পদের সীমাবদ্ধতার কারণে মানুষকে তার পছন্দের জিনিসের মধ্যে বাছাই করতে হয়। মানুষ যে দ্রব্য বা সেবা ছেড়ে দেয় তা থেকে সুবিধা বঞ্চিত হয়। আবার যে দ্রব্য বা সেবা ভোগ করে তা থেকে সুবিধা প্রাপ্ত হয়। আমাদের দেশে অনেক পথ-শিশু আছে যারা জীবিকা নির্বাহের জন্য রাস্তায় অনেক কিছু ফেরি করে বেড়ায়। কিন্তু তাদেরও স্কুলে যেতে ইচ্ছে করে। জীবিকা নির্বাহের তাগিদে তাদের স্কুল ত্যাগ করা হচ্ছে জীবিকা নির্বাহের সুযোগ ব্যয়।

৩। যুক্তিবাদী মানুষ প্রান্তিক পর্যায়ে চিন্তা করে

মানুষ তার জীবনে চলার পথে অনেক সময় কোনো সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষেত্রে অল্প কম বা অল্প বেশি পরিবর্তন করে সমন্বয় করে থাকে। এই যে অল্প কম বা অল্প বেশি পরিবর্তন তা হচ্ছে প্রান্তিক পরিবর্তন। প্রান্তিক পরিবর্তন থেকে মানুষ যে সুবিধা পায় সেটি হচ্ছে প্রান্তিক সুবিধা। একজন যুক্তিবাদী মানুষ সবসময় প্রান্তিক খরচের চেয়ে প্রান্তিক সুবিধা বেশি সেই পর্যায়ে চিন্তা করে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় একজন যুক্তিবাদী মানুষ হিসেবে আপনি যদি এক ডজন কমলা ১২০ টাকায় কিনে পরবর্তীতে আরও একটি কমলা কিনতে চান তাহলে আপনি ততক্ষণ পর্যন্ত কমলা কিনবেন যতক্ষণ পর্যন্ত একটি কমলা থেকে প্রাপ্ত প্রান্তিক সুবিধা ঐ কমলার জন্য প্রান্তিক খরচের চেয়ে বেশি হবে।

৪। মানুষ প্রণোদনায় সাড়া দেয়

মানুষের ব্যবহারের পরিবর্তন তখনই ঘটে যখন খরচ বা সুবিধা সংক্রান্ত কোনো পরিবর্তন ঘটে। অর্থাৎ মানুষ উদ্দীপনা বা অনুপ্রেরনায় সাড়া দেয়। যেমন-যদি হঠাৎ করে চা এর দাম বেড়ে যায় তাহলে মানুষ চায়ের পরিবর্তে কফি কিনবে অথবা যদি জুতার শো-রুম 'বাটায়' জুতার উপর ছাড় দেয়া হয় তাহলে মানুষ অন্য জুতা কম কিনে 'বাটা' শো-রুম থেকে জুতা বেশি কিনবে। ঠিক তেমনি শ্রমিকরা যখন বোনাস বেশি পায় তখন তারা কাজে বেশি উৎসাহ পায়। অর্থাৎ যখন কোনো কিছুতে উদ্দীপনা বেশি পায় তখন মানুষ সেদিকে বেশি ঝুঁকে।

৫। বাণিজ্যে সবাই উপকৃত হয়

যদি বাণিজ্য না থাকত তাহলে প্রতিটি পরিবারকে নিজেদের মৌলিক চাহিদা মেটানোর জন্য খাদ্য উৎপাদন করতে হতো, বস্ত্র তৈরি করতে হতো তেমনি বসবাসের জন্য বাসস্থান নির্মাণ করতে হতো। কিন্তু এটা কখনই একটি পরিবারের পক্ষে সম্ভব নয়। এজন্য একটি পরিবারকে আরেকটি পরিবারের উপর নির্ভর করতে হয়। অর্থাৎ দুটি পরিবারের মধ্যে বাণিজ্য সম্পর্ক বিদ্যমান। এতে দুটি পরিবারই উপকৃত হয়। পরিবারের মত বিভিন্ন দেশের মধ্যে তাদের উৎপাদিত বিশেষায়িত দ্রব্য বাণিজ্যে প্রতিটি দেশেই লাভবান হয়।

৬। অর্থনৈতিক কার্যাবলী সংগঠিত করার জন্য বাজার ব্যবস্থা একটি উত্তম উপায়

বাজার অর্থব্যবস্থায় ফার্মসমূহ বা পরিবারবর্গের কোথায় বিনিয়োগ করবে, কি উৎপাদন বা বিক্রয় করবে, কি দামে দ্রব্য বা সেবা বিনিময় করবে– এ ধরণের সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষেত্রে পূর্ণ স্বাধীনতা থাকে। এখানে দ্রব্য বা সেবার দাম বাজারে চাহিদা ও যোগান এর মাধ্যমে নির্ধারিত হয় এবং অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে সরকারের সরাসরি নিয়ন্ত্রণ থাকে না। এতে সমাজে অর্থনৈতিক কল্যাণ সর্বোচ্চ হয়।

৭। সরকার কখনও কখনও বাজার ব্যবস্থার উন্নয়ন ঘটাতে পারে

অর্থনীতিবিদ এডাম স্মীথ তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'Wealth of Nation' এ উল্লেখ করেন বাজার ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রিত হয় 'অদৃশ্য হাত' দ্বারা। তবে বাজার ব্যবস্থার অদৃশ্য হাত অনেক সময় মানুষের মৌলিক চাহিদা তথা খাদ্য, বস্ত্র, চিকিৎসা ইত্যাদি নিশ্চিত করতে পারে না। তখন সরকারি হস্তক্ষেপের প্রয়োজন পড়ে। সম্পদের সুষ্ঠ ব্যবহার, পরিবেশ দূষণ, দুর্নীতি, আয়কর, কল্যাণ ব্যবস্থা ইত্যাদিতে সরকারি নীতির মাধ্যমে অর্থনৈতিক কল্যাণের সুষ্ঠ বণ্টণ হয়ে থাকে।

৮। একটি দেশের মানুষের জীবন যাত্রার মান নির্ভর করে সে দেশের দ্রব্য ও সেবা উৎপাদনের সামর্থ্যের উপর

প্রতিটি দেশের মানুষের জীবনযাত্রার মান নির্ভর করে সে দেশের উৎপাদন ক্ষমতার উপর। যে দেশের দ্রব্য বা সেবা উৎপাদনের ক্ষমতা বেশি সেদেশের মানুষের উন্নত খাবার ব্যবস্থা, উন্নত স্বাস্থ্য সেবা ও নাগরিক সুবিধা বেশি এবং

জীবনযাত্রার মানও উন্নত। অন্যদিকে কম উৎপাদন ক্ষমতা সম্পন্ন দেশে মানুষের জীবনযাত্রার মান অনুন্নত। আর এই উৎপাদন ক্ষমতা নির্ভর করে উন্নত যন্ত্রপাতি, উন্নত প্রযুক্তি, শ্রমিকদের দক্ষতা ইত্যাদির উপর।

৯। সরকার যখন অতিরিক্ত মুদ্রা ছাপায় তখন দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পায়

অর্থনীতিতে যখন দামস্তর বৃদ্ধি পায় তখন সেখানে মূল্যস্ফীতি ঘটে। অর্থাৎ অর্থনীতিতে অর্থের যোগান বেশি হলে মুল্যস্ফীতি হয়ে থাকে। আর এই অর্থের যোগান নিয়ন্ত্রণ করে যেকোনো দেশের সরকার। একটি দেশের সরকার যখন অধিকমাত্রায় মুদ্রা ছাপায় তখন ঐ দেশে মূল্যস্ফীতি দেখা দেয়। ফলে সে দেশের অর্থের মূল্য বা মান কমে যায়। যেমনঃ মূলস্ফীতির আগে কোনো দেশে ৩০০ টাকায় যদি একটি দ্রব্য পাওয়া যায় পরবর্তীতে মূল্যস্ফীতির পরে ঐ দ্রব্যটির জন্য ৩০০ টাকার বেশি খরচ করতে হয়।

১০। সমাজে স্বল্প মেয়াদে মূল্যস্ফীতি ও বেকারত্বের মধ্যে বিনিময় (trade-off) সম্পর্ক বিদ্যমান

মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করতে গিয়ে সমাজে অনেক সময় স্বল্পকালীন বেকারত্ব দেখা যায়। স্বল্প মেয়াদে যখন দামস্তর বৃদ্ধি পায় তখন ফার্মসমূহ তাদের উৎপাদিত দ্রব্য বা সেবার যোগান বাড়াতে চায়। এ কারণে ফার্মসমূহে অতিরিক্ত দ্রব্য বা সেবা উৎপাদনের জন্য অতিরিক্ত শ্রমিকের প্রয়োজন হয় যা বেকারত্ব হ্রাস করে। অর্থাৎ মুল্যস্ফীতি বেশি হলে বেকারত্ব কমে এবং বিপরীত অবস্থায় উল্টোটি ঘটে। কিন্তু মূল্যস্ফীতি ও বেকারত্বের মধ্যে এই সম্পর্ক বা বিনিময় স্বল্প সময়ের ব্যাপার।

শিক্ষার্থীর কাজ

একজন শিক্ষার্থী ঢাকার একটি বিনোদন পার্কে সব রাইডের ফ্রী টিকেট পেল। শিক্ষার্থীটি একদিন স্কুলে না গিয়ে ঐ বিনোদন পার্কে গিয়ে সব রাইড ফ্রী উপভোগ করল। এক্ষেত্রে শিক্ষার্থীটির সব রাইড ফ্রী উপভোগ করার সুযোগ ব্যয় কি?

সারসংক্ষেপঃ

- অভাব সীমাহীন। অভাব পূরণের সম্পদ সীমিত। সীমিত সম্পদ ও অসীম অভাব–এই দুটির মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের জন্য যে কর্ম প্রচেষ্টা তাই অর্থনীতির আলোচ্য বিষয়।
- দুষ্প্রাপ্যতা অর্থনীতির একটি মৌলিক সমস্যা। দুষ্প্রাপ্যতার জন্য নির্বাচনের প্রয়োজন হয়। এ কারণে অভাবের গুরুত্বের ক্রমানুসারে অভাব পূরণের প্রচেষ্টা করতে হয়।
- সম্পদের দুষ্প্রাপ্যতার কারণে একটি দ্রব্যের অতিরিক্ত একক পাওয়ার জন্য অপর একটি দ্রব্য যা অবশ্যই ত্যাগ করতে হয় তা হচ্ছে সুযোগ ব্যয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১.১

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. মানুষের অভাব কিরূপ?
ক. সীমিত খ. বেশি গ. খুবই কম ঘ. অসীম

২. মানুষ কিভাবে তার প্রয়োজনীয় অভাব পূরণ করে?
(ক) নির্বাচনের মাধ্যমে (খ) দুষ্প্রাপ্যতার মাধ্যমে
(গ) অর্থনৈতিক কাজের মাধ্যমে (ঘ) সম্পদের প্রাচুর্যতার মাধ্যমে

৩. বাজার ব্যবস্থায় সরকারি হস্তক্ষেপের দরকার হয়–
i. সম্পদের সুষ্ঠ ব্যবহারের জন্য ii. দুর্নীতি রোধে iii. মুদ্রা ছাপাতে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

পাঠ ১.২ অর্থনীতি পাঠের প্রয়োজনীয়তা (Neceessity of the Study of Economics)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা-

- অর্থনীতি পাঠের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে ব্যাখ্যা দিতে পারিবেন।

মূলপাঠ

বর্তমান যুগে অর্থনীতি পাঠের প্রয়োজনীয়তা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। শুধু জ্ঞান আহরণের জন্য নয়, মানব জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে অর্থনীতির পাঠের গুরুত্বের শেষ নেই। আধুনিক সমাজে অর্থনীতি পাঠের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা নিচে আলোচনা করা হলোঃ

দৈনন্দিন জীবনে

মানুষ তাঁর জন্মলগ্ন থেকেই সীমাহীন অভাবের সম্মুখীন হয়। কিন্তু এই অসীম অভাব পূরণের সম্পদ সীমিত। এই সীমিত সম্পদ দিয়ে অসীম অভাবের মধ্য থেকে অপেক্ষাকৃত গুরুত্বপূর্ণ অভাবটি নির্বাচনের জন্য অর্থনীতির জ্ঞান অপরিহার্য। অর্থনীতিতে জ্ঞান অর্জন ব্যতীত মানুষ তার সর্বোচ্চ সন্তুষ্টি লাভ করতে পারে না।

সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারে

অর্থনীতি পাঠ থেকে সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার জানা যায়। একটি দেশের সীমিত সম্পদ ব্যবহারের মাধ্যমে কিভাবে উৎপাদন সর্বোচ্চ হবে, কোন দ্রব্য কতটুকু উৎপাদন করতে হবে এবং কিভাবে তা জনগণের মধ্যে বণ্টিত হবে—এসব সমস্যার সমাধান অর্থনীতি পাঠের মাধ্যমে জানা যায়।

জাতীয় অর্থনীতিতে

একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাথে অর্থনীতির জ্ঞান সম্পর্কিত। মুদ্রা ও ব্যাংক ব্যবস্থা, শিল্পের উন্নয়ন, বাণিজ্যের প্রসার, যাতায়াত ব্যবস্থা, পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা, বাজেট ইত্যাদি সবকিছুর জন্য অর্থনীতির জ্ঞান থাকা দরকার।

পরিকল্পনা প্রণয়ন

বর্তমান বিশ্বে অধিকাংশ দেশেই দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য সঠিক পরিকল্পনার মাধ্যমে উন্নতির চেষ্টা করছে। দেশের সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারের মাধ্যমে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে অর্থনীতি বিষয়ে জ্ঞান থাকা প্রয়োজন।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে

একটি দেশের আন্তর্জাতিক বাণিজ্য হতে লাভ করার জন্য আন্তর্জাতিক অর্থনীতি সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করতে হবে।

সরকারি প্রশাসনের ক্ষেত্রে

সব দেশের সরকারকে ঐ দেশের আয়-ব্যয়ের বাজেট তৈরি, ঋণ গ্রহণ ও পরিশোধ নীতি, কর আরোপ ও সংগ্রহ নীতি, বাণিজ্য নীতি, মুদ্রাস্ফীতি ইত্যাদি সম্পর্কে জ্ঞান আহরণ করা অত্যাবশ্যকীয়। অর্থনীতি তাদেরকে এ ব্যাপারে সাহায্য করে।

ব্যবসায়-বাণিজ্যে

ব্যবসায়ীদের নিকট অর্থনীতির গুরুত্ব অপরিসীম। বাজারে দ্রব্যের চাহিদা, যোগান ও দাম নির্ধারণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে ব্যবসায়ীদের অর্থনীতির জ্ঞান থাকা আবশ্যক। তা না হলে ব্যবসায় বাণিজ্য দক্ষতার সাথে পরিচালনা করা সম্ভব নয়। তাছাড়া ব্যাংক ব্যবসায়, শেয়ার বাজার, মুদ্রানীতি সম্পর্কেও ব্যবসায়ীদের জ্ঞান থাকা আবশ্যক। অর্থনীতির পাঠের মাধ্যমে এই জ্ঞান অর্জন সম্ভব।

রাজনীতিবিদদের নিকট

দেশের রাজনীতিবিদগণের অর্থনীতি সম্পর্কে জ্ঞান থাকা অপরিহার্য। তা না হলে সরকারের নীতি নির্ধারণ ও কর্মপন্থা ঠিক করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। দেশের মুদ্রানীতি, রাজস্বনীতি, পররাষ্ট্র নীতি, বাণিজ্য নীতি, আয় বণ্টন নীতি ইত্যাদি সম্পর্কে রাজনীতিবিদগণের গভীরে জ্ঞান থাকা প্রয়োজন।

সমাজকর্মীদের নিকট

সম্পদের তুলনায় অভাব বেশি হওয়ার কারণে সামাজিক সমস্যার উৎপত্তি। দারিদ্র্য, কম শিক্ষা, দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধি, বেকারত্ব, চিকিৎসার অভাব ইত্যাদি সামাজিক সমস্যাসমূহের সঠিক সমাধানের জন্য অর্থনীতির পাঠ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

শ্রমিক নেতৃবৃন্দের নিকট

শ্রমিক সংঘ, শ্রম নীতি ও আইন, শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষা এবং শ্রমিক আন্দোলন পরিচালনার জন্য শ্রমিক নেতাদের অর্থনীতি বিষয়ে জ্ঞান থাকা প্রয়োজন।

উন্নয়নশীল দেশে

বাংলাদেশের মত উন্নয়নশীল দেশের জন্য অর্থনীতির গুরুত্ব অনেক বেশি। উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ, প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা স্থির, সম্পদের গতিশীলতা আনা এবং সর্বোপরি রাষ্ট্র পরিচালনা প্রতিটি ধাপে অর্থনীতির জ্ঞান অপরিহার্য।

উপরের আলোচনা থেকে এটা স্পষ্ট যে, মানব জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে অর্থনীতি পাঠের প্রয়োজনীয় অপরিসীম।

সারসংক্ষেপ

- দৈনন্দিন জীবনে সম্পদের স্বল্পতার কারণে সৃষ্ট সমস্যা এবং তা সমাধানের জন্য অর্থনীতির জ্ঞান আবশ্যক।
- একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে অর্থনীতির গুরুত্ব অপরিসীম।
- সমাজকর্মী থেকে শুরু করে শ্রমিক নেতা এমনকি রাজনীতিবিদগণেরও অর্থনীতির জ্ঞান অর্জন অপরিহার্য।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১.২

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. অর্থনীতি জ্ঞান থেকে আমরা কী শিখতে পারি?

i. সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার
ii. অর্থনৈতিক পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন
iii. অর্থ উপার্জনের উপায়

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

পাঠ ১.৩ অর্থনৈতিক কার্যাবলি ও অ-অর্থনৈতিক কার্যাবলি (Economic and Non-Economic Activities)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা-

- অর্থনৈতিক কার্যাবলি ও অ-অর্থনৈতিক কার্যাবলি সম্পর্কে বলতে পারবেন ।

মূলপাঠ

প্রতি মানুষই বেঁচে থাকার তাগিদে বা অভাব পূরণের জন্য নানা রকম কাজ করে থাকে। এ সমস্ত কাজ মানুষের কার্যাবলি হিসেবে পরিচিত। জীবিকা নির্বাহের জন্য মানুষ অফিস-আদালত, কল-কারখানা, হাসপাতাল ও ক্ষেত-খামারসহ বিভিন্ন জায়গায় কাজ করে। শিশুরা পড়াশুনা করে ও মাঠে খেলা করে, টিভি দেখে এসবই কাজের আওতায় পড়ে। এ সমস্ত কার্যাবলিকে দুই শ্রেণিতে ভাগ করা যায়। যথাঃ ১। অর্থনৈতিক কার্যাবলি ও ২। অ–অর্থনৈতিক কার্যাবলি।

অর্থনৈতিক কার্যাবলি

মানুষের যেসব কার্যাবলি দ্রব্য বা সেবার উৎপাদন ও ভোগের সাথে সম্পর্কিত সেসব অর্থনৈতিক কার্যাবলি বলা হয়। অর্থাৎ যেসব কাজ অর্থ আয় ও ব্যয়ের সাথে জড়িত তাই অর্থনৈতিক কাজ। এসব কার্যাবলির মাধ্যমে সম্পদের সৃষ্টি হয় এবং এগুলো জাতীয় আয়ে অন্তর্ভুক্ত হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় শিক্ষকের শিক্ষকতা, ডাক্তারের সেবা, কৃষকের পরিশ্রম, শ্রমিকের কলকারখানায় কাজ সবই অর্থনৈতিক কাজ। সুতরাং যেসব কাজের বিনিময় মূল্য আছে অর্থাৎ যেসব কাজের বিনিময়ে অর্থ দিতে হয় সেগুলোই অর্থনৈতিক কাজ। যেমন: একজন শ্রমিক ৮ ঘন্টা কাজ করে ৫০০ টাকা মজুরি পায়।

অ-অর্থনৈতিক কাজ

মানুষের যেসব কার্যাবলি অর্থ আয়ের সাথে সম্পর্কিত নয় কিন্তু এসব কাজ থেকে মাঝে মধ্যে সন্তুষ্টি লাভ করা যায়, সে সমস্ত কার্যাবলিকে অ–অর্থনৈতিক কার্যাবলি বলে। এসব কাজ জাতীয় আয়ে কোনো প্রভাব ফেলে না। মানুষ সামাজিক দায়িত্ববোধ ও মানসিক প্রশান্তি লাভের জন্য এসব কাজ করে থাকে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় মা-বাবার সন্তান লালন-পালন, খেলাধুলা ও ব্যায়াম করা, পরিবারের দেখাশুনা করা, ধর্ম চর্চা করা, অসহায় ও বিপদে পতিত মানুষকে সাহায্য করা ইত্যাদি।

উপরের আলোচনা থেকে আমরা বলতে পারি, একটি মাত্র বিষয় এ দুটি কার্যাবলির মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করে তা হচ্ছে– কার্যাবলি দুটির উদ্দেশ্য। একই কাজ অর্থনৈতিক ও অ-অর্থনৈতিক কার্যাবলি দুটিই হতে পারে। যেমনঃ একজন মা যখন স্কুলে শিক্ষিকা হিসেবে ছাত্র-ছাত্রীদের পড়ান তখন এটি অর্থনৈতিক কাজ। কারণ এ কাজের বিনিময়ে তিনি পারিশ্রমিক পেয়ে থাকেন। আবার তিনিই যদি বাসায় নিজ সন্তানদের পড়ান তখন সেটি অ–অর্থনৈতিক কাজ। কারণ এখানে একই কাজের বিনিময়ে তিনি কোনো পারিশ্রমিক পান না। এখানে সন্তানদের প্রতি দায়িত্ববোধ আর স্নেহ-মমতা কাজ করে।

শিক্ষার্থীর কাজ

সোহেল একটি স্কুলে মালি হিসেবে বাগান পরিচর্যা করেন। আবার তিনি নিজ বাসায় এক চিলতে জায়গায় ফুল ও ফলের বিভিন্ন রকম গাছ লাগিয়েছেন। প্রতিদিন বিকেলে তিনি এসব গাছের যত্ন নেন। এখানে অর্থনৈতিক ও অ-অর্থনৈতিক কাজ চিহ্নিত করুন।

সারসংক্ষেপ

- মানুষ যেসব কাজের বিনিময়ে অর্থ পায় অর্থাৎ যেসব কাজ মানুষ অর্থ উপার্জনের জন্য করে থাকে সেসব কাজকে অর্থনৈতিক কার্যাবলি বলে।
- মানুষ যেসব কাজের বিনিময়ে অর্থ পায় না বরং অনেক সময় তা মনের সন্তুষ্টি লাভের জন্য করে থাকে সেসব কাজকে অ-অর্থনৈতিক কার্যাবলি বলে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১.৩

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. নিচের কোনটি অ-অর্থনৈতিক কাজ?

ক. অফিসে চাকরি করা
খ. হাসপাতালে নার্সের সেবা
গ. একজন নার্সের নিজের অসুস্থ মাকে সেবা করা
ঘ. জমি চাষ করা

২. অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের মাধ্যমে মানুষ-

i. অভাব পূরণ করে
ii. অর্থ উপার্জন করে
iii. জীবন ধারণের জন্য ব্যয় করে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii
খ. i ও iii
গ. ii ও iii
ঘ. i, ii ও iii

পাঠ ১.৪ অর্থনৈতিক ব্যবস্থা (Economic System)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা-

- বিভিন্ন অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বর্ণনা দিতে পারবে।

মূলপাঠ

অর্থনৈতিক ব্যবস্থা হচ্ছে এমন একটি পদ্ধতি যার মাধ্যমে একটি সমাজ উৎপাদন, সম্পদের বন্টন ও বিনিময় এবং দ্রব্য ও সেবার ভোগ এসবের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে। অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধান প্রক্রিয়ার উপর ভিত্তি করে পৃথিবীতে বিভিন্ন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। এগুলোর মধ্যে উলে- খযোগ্য হচ্ছেঃ

১. ধনতান্ত্রিক বা বাজার অর্থব্যবস্থা
২. সমাজতান্ত্রিক বা নির্দেশমূলক অর্থব্যবস্থা
৩. মিশ্র অর্থব্যবস্থা
৪. ইসলামী অর্থব্যবস্থা

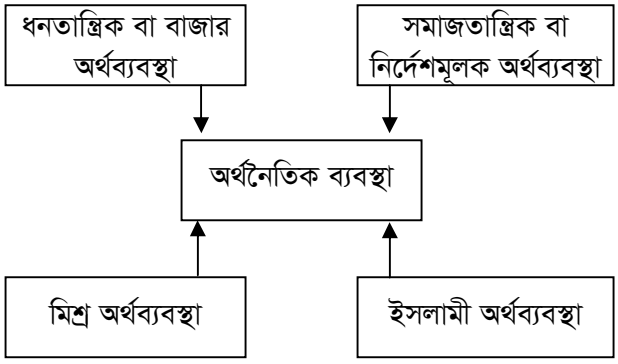

চিত্র ২.১.১: বিভিন্ন ধরণের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা

ধনতান্ত্রিক বা বাজার অর্থব্যবস্থা

যে অর্থব্যবস্থায় প্রতিটি ব্যক্তি বা ফার্ম উৎপাদন, বন্টন ও ভোগের ক্ষেত্রে পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করে, তাকে ধনতান্ত্রিক বা বাজার অর্থব্যবস্থা বলে। এ ধরনের বাজার ব্যবস্থায় প্রতিটি ব্যক্তি বা ফার্মের কোথায় বিনিয়োগ করবে, কি উৎপাদন বা বিক্রয় করবে, কি দামে দ্রব্য বা সেবা বিনিময় করবে- এ ধরনের সিদ্ধান্ড় নেয়ার ক্ষেত্রে স্বাধীনতা থাকে। অর্থাৎ ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় দ্রব্য বা সেবার দাম বাজারে চাহিদা ও যোগান এর মাধ্যমে নির্ধারিত হয়। এখানে অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ড় গ্রহণে সরকারের সরাসরি নিয়ন্ত্রণ থাকে না। বর্তমানে পুরোপুরি ধনতান্ত্রিক বা বাজার অর্থব্যবস্থা না থাকলেও যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশে ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার প্রায় কাছাকাছি অর্থব্যবস্থা বিদ্যমান।

ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য

১. **সম্পদের ব্যক্তি মালিকানা:** ধনতান্ত্রিক অর্থ ব্যবস্থায় সম্পদ ও উৎপাদনের উপকরণ ব্যক্তি মালিকানার উপর ন্যস্ড় থাকে।

২. **অবাধ প্রতিযোগিতা:** সরকারের কোন ধরণের নিয়ন্ত্রণ ছাড়াই বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের মধ্যে মুক্ত প্রতিযোগিতা বিদ্যমান থাকে।

৩. **ভোক্তার স্বাধীনতা:** এখানে প্রত্যেকের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা বিদ্যমান। সম্পদের মালিকরা কি, কখন এবং কিভাবে উৎপাদন করবে সে ব্যাপারে সিদ্ধান্ড় নিয়ে থাকে।

৪. **দাম ব্যবস্থা:** ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় দ্রব্য বা সেবার চাহিদা ও যোগানের মাধ্যমে স্বয়ংক্রিয়ভাবে দাম নির্ধারিত হয়।

৫. **মুনাফা অর্জন:** উৎপাদনের উপকরণসমূহের মালিকরা সর্বোচ্চ দামে তাদের উপকরণসমূহ বিক্রি করতে চায়। অন্যদিকে ফার্ম বা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মালিকারা তাদের উৎপাদন খরচ সর্বনিম্ন রাখতে চায়। এভাবে উভয় দিক হতে সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জনের মাধ্যমে দক্ষতা অর্জিত হয়।

৬. **সমাজের শ্রেণিবিভাগ:** সম্পদ ব্যক্তিমালিকানায় থাকার কারণে সমাজে এক শ্রেণি সম্পদের পাহাড় গড়ে তোলে। অন্যদিকে আরেক শ্রেণির হাতে সম্পদের পরিমাণ দিন দিন কমতে থাকে। ফলে সমাজে উচ্চবিত্ত, মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত প্রভৃতি শ্রেণির উদ্ভব হয়।

৭. **অসম বণ্টন:** ধনতান্ত্রিক অর্থ ব্যবস্থায় আয় ও সম্পদ বন্টনে অসমতা বা বৈষম্য দেখা যায়। সম্পদের ব্যক্তি মালিকানা থাকায় সম্পদের বন্টন অসম হয়। এক্ষেত্রে যার সম্পদ যত বেশি তার আয় তত বেশি।

সমাজতান্ত্রিক বা নির্দেশমূলক অর্থব্যবস্থা

সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা এক ধরনের নির্দেশমূলক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা। এই অর্থব্যবস্থা ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার ঠিক বিপরীত। যে অর্থব্যবস্থায় সম্পদ ও উৎপাদন উপকরণের মালিকানা রাষ্ট্রের এবং সকল অর্থনৈতিক কর্মকা- কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত হয় তাকে সমাজতান্ত্রিক বা নির্দেশমূলক অর্থব্যবস্থা বলে। এ অর্থব্যবস্থায় দ্রব্যের দাম নির্ধারণে স্বয়ংক্রিয় বাজার ব্যবস্থার কোন ভূমিকা থাকে না এবং উৎপাদিত দ্রব্য ভোগ ও বন্টনের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ বজায় থাকে।

১৯১৭ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নে ভ- াদিমির লেনিন সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্তীতে চীন, কিউবা, উত্তর কোরিয়া, সাবেক পূর্ব জার্মানীসহ কিছু দেশে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি চালু হয়।

সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য

সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার গুর-ত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যসমূহ নিচে আলোচনা করা হলো:

১. **সম্পদের রাষ্ট্রীয় মালিকানা:** সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সম্পদের রাষ্ট্রীয় মালিকানা। এ ধরণের অর্থব্যবস্থায় সম্পদ ও উৎপাদনের উপকরণ ব্যক্তি মালিকানায় থাকে না। সকল সম্পদের মালিকানা রাষ্ট্রের হাতে ন্যস্ড়।

২. **অর্থনৈতিক কর্মকা- কেন্দ্রীয় সিদ্ধান্ড়:** অর্থনৈতিক সকল কর্মকা-, যথা- দ্রব্য বা সেবার দাম নির্ধারণ, শ্রমিকদের মজুরি নির্ধারণ, উৎপাদন, বণ্টন ও উন্নয়নের সকল পরিকল্পনা কেন্দ্রীয় সরকারের একচেটিয়া সিদ্ধান্ড়ে পরিচালিত হয়।

৩. সামাজিক কল্যাণ: সমাজতন্ত্রে মানুষের মৌলিক অধিকারসমূহ খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসার ক্ষেত্রে অসমতা দূর করে সর্বাধিক কল্যাণ নিশ্চিত করা হয়।

৪. **ভোগ ও বণ্টন ব্যবস্থা:** এ অর্থব্যবস্থায় কোন দ্রব্য কতটুকু উৎপাদিত হবে, কে কতটুকু দ্রব্য ভোগ করবে তা রাষ্ট্রীয়ভাবেই নির্ধারিত হয়। এখানে সমাজে যে যতটুকু অবদান রাখবে সে অনুপাতে বণ্টন নিশ্চিত করা হয়। ফলে এখানে জাতীয় আয়ের সুষম বণ্টন নিশ্চিত হয়।

৫. **দাম ব্যবস্থা:** এ অর্থব্যবস্থায় স্বয়ংক্রিয়ভাবে দ্রব্যের দাম নির্ধারণ হয় না। অর্থাৎ দ্রব্য বা সেবার দাম স্বয়ংক্রিয় বাজার ব্যবস্থার উপর নির্ভরশীল নয়। এখানে কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে দ্রব্য বা সেবা দাম নির্ধারিত হয়। এ কারণে সমাজতন্ত্রে অবাধ প্রতিযোগিতা অনুপস্থিত।

৬. **মুদ্রাস্ফীতির অনুপস্থিতিঃ** যেহেতু সমাজতন্ত্রে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ বজায় থাকে এবং দাম ব্যবস্থা অনুপস্থিত, সেহেতু মুদ্রাস্ফীতির উদ্ভব ঘটে না।

৭. **শোষণহীন সমাজ ব্যবস্থাঃ** সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় ব্যক্তি পর্যায়ে সম্পদের মালিকানা না থাকায় শ্রেণী বিভেদ থাকে না। তাই কেউ কাউকে শোষণ করার সুযোগ নেই।

মিশ্র অর্থব্যবস্থা

ধনতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার সংমিশ্রণই হচ্ছে মিশ্র অর্থব্যবস্থা। অর্থাৎ মিশ্র অর্থব্যবস্থা এমন একটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থা যেখানে উৎপাদন, ভোগ, বণ্টন ইত্যাদি অর্থনৈতিক কর্মকাে স্বয়ংক্রিয় বাজার ব্যবস্থার সাথে সাথে সরকারি নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার সংমিশ্রণ ঘটে। এ ধরনের অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় অনেক অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ড় ব্যক্তি বা ফার্ম বাজার ব্যবস্থার মাধ্যমে নিয়ে থাকে। আবার সরকারও সম্পদের বণ্টনের ক্ষেত্রে গুর ত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

বর্তমান সময়ে কোন অর্থনৈতিক ব্যবস্থাই বিশুদ্ধ ধনতান্ত্রিক বা বিশুদ্ধ সমাজতান্ত্রিক নয়। অধিকাংশ গণতান্ত্রিক দেশসমূহে এ দু'ধরনের অর্থব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যসমূহ দেখা যায়। অর্থাৎ এসব দেশে মিশ্র অর্থনীতি বিদ্যমান। বৃটেন, কানাডা, জাপান, ভারত, বাংলাদেশসহ বিশ্বের অধিকাংশ দেশে মিশ্র অর্থব্যবস্থা প্রচলিত।

মিশ্র অর্থব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য

১. সম্পদের মালিকানাঃ এ অর্থব্যবস্থার একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এখানে সম্পদের রাষ্ট্রীয় মালিকানায় পাশাপাশি ব্যক্তি মালিকানা বিদ্যমান। আবার উৎপাদনের উপায়সমূহের ক্ষেত্রেও ব্যক্তি মালিকানার পাশাপাশি সরকারি মালিকানা স্বীকৃত।

২. ব্যক্তিগত ও সরকারি খাতের সহাবস্থানঃ মিশ্র অর্থনীতিতে ব্যক্তিগত ও সরকারি খাত একত্রে পাশাপাশি অবস্থান করে। এখানে ব্যক্তিগত ও সরকারি খাতের শিল্প কারখানা একত্রে কাজ করে। এই অর্থনীতিতে ব্যক্তিগত খাতে মুনাফা অর্জনই লক্ষ্য তবে সরকারি খাতে মুনাফা অর্জনের সাথে সাথে সামাজিক কল্যাণকে বেশি প্রাধান্য দেয়া হয়। অনেক সময় ব্যক্তিগত খাতের উপর সরকারি নিয়ন্ত্রণ ও বিধি নিষেধ আরোপ করা হয়।

৩. অর্থনৈতিক পরিকল্পনাঃ এখানে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষের মাধ্যমেই নিয়ন্ত্রিত হয়। তবে বেসরকারি উদ্যোক্তাদের উন্নয়ন পরিকল্পনাকে রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনার সাথে সমন্বয় করা হয়।

৪. দাম ব্যবস্থাঃ এ অর্থব্যবস্থায় বাজার অর্থনীতির দাম ব্যবস্থাকে অনুসরণ করা হয়। অর্থাৎ এখানে দ্রব্য বা সেবার দাম স্বয়ংক্রিয়ভাবে চাহিদা ও যোগানের মাধ্যমে নির্ধারিত হয়। তবে সরকার রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনে দাম ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।

৫. ব্যক্তি স্বাধীনতাঃ মিশ্র অর্থব্যবস্থায় ব্যক্তি স্বাধীনতা রক্ষিত হয়। এখানে ব্যক্তি কি পরিমাণ ভোগ করবে এবং উৎপাদক কি দ্রব্য উৎপাদন করবে সে ক্ষেত্রে রাষ্ট্র খুব বেশি হস্ড়ক্ষেপ করে না। তবে সমাজের স্বার্থে কোন কোন সময় ভোগ বা বিপণনের ক্ষেত্রে বিধি-নিষেধ আরোপ করে।

৬. **বণ্টন ব্যবস্থাঃ** যেহেতু এ অর্থব্যবস্থায় ব্যক্তিমালিকানা বিদ্যমান, সেহেতু জাতীয় আয়ের সুষম বণ্টন এখানে নিশ্চিত হয় না।

ইসলামী অর্থব্যবস্থা

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। ইহা মানব জীবন ও সমাজের প্রতিটি ধাপে প্রয়োজনীয় বিধি-বিধান ও পথ নির্দেশনা প্রদান করে। ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা শরীয়াহ এর আলোকে প্রতিষ্ঠিত। শরীয়াহ এর মূল ভিত্তি হচ্ছে কুরআন ও সুন্নাহ। যে অর্থব্যবস্থায় আল-াহর বিধান অনুযায়ী অর্থনৈতিক কার্যাবলী পরিচালিত হয় এবং কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান করা হয় তাকে ইসলামী অর্থব্যবস্থা বলে। এ ধরনের অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় আল-াহর নৈকট্য লাভের আশায় মানুষ জাতি ও সমাজের কল্যাণ সাধনে সীমিত সম্পদের ব্যবহার ও নিয়ন্ত্রণ নিয়ে মানুষের আচরণ বিশে- ষণ করা হয়।

ইসলামী অর্থব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য

১. **সম্পদের মালিকানা:** ইসলামী অর্থব্যবস্থার মূলকথা হচ্ছে, আকাশ ও জমিনে যা কিছু আছে তার মালিক হচ্ছেন একমাত্র আল-াহ। মানুষ কেবল আল-াহর নির্দেশে তার প্রতিনিধি হিসেবে সম্পদের যথাযথ ব্যবহার এবং হেফাজত করবে।

২. **হালাল ও হারামের বিধান:** এ অর্থব্যবস্থায় উৎপাদন, ভোগ ও বিনিময়ের ক্ষেত্রে হালাল ও হারাম বিষয়ের উপর অধিক গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। ইসলামী বিধান অনুযায়ী হালাল পথে উপার্জন করতে হবে এবং হারাম পথে উপার্জন ত্যাগ করতে হবে।

৩. **সম্পদের বন্টন:** ইসলামী অর্থনীতিতে বন্টন অত্যন্ড় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এখানে ধনীদের নিকট থেকে অর্থ আদায় করে তা দরিদ্র জনগণের মধ্যে বন্টনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। বন্টনের উদ্দেশ্যে যে সকল হাতিয়ার ব্যবহৃত হয় তার মধ্যে রয়েছে যাকাত, ওশর, সাদকাহ, খারাজ ইত্যাদি।

৪. **সামাজিক নিরাপত্তা:** সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। এ ধরণের অর্থনীতিতে সুদ, ঘুষ, জুয়া, মদ, কালোবাজারী ইত্যাদি অর্থনৈতিক কার্যকলাপ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। এখানে দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে জীবিকা নির্বাহের জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্য, বস্ত্র, স্বাস্থ্যসেবা ইত্যাদির ব্যবস্থা করা হয়। কর্মক্ষেত্রে নিয়োগের ক্ষেত্রেও প্রত্যেককে সমান সুযোগ দেয়া হয়। এ ধরণের অর্থব্যবস্থায় সরকার কর্তৃক সামাজিক ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তা বজায় রাখা হয়। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ্ পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করেছেন, "তারা প্রকৃত কল্যাণকর কাজ করল, যারা আল-াহ, পরকাল, কিতাব, ফেরেশতা ও নবীদের প্রতি ঈমান আনল এবং তাদের ধন সম্পদ আল-াহর ভালবাসায় নিকটাত্মীয়, এতিম, মিসকিন, নিঃস্ব, পথিক, দরিদ্র ও ক্রীতদাস মুক্তির জন্য দান করল।" [২:১৭৭]

৫. **শ্রমের মর্যাদা:** ইসলামী অর্থব্যবস্থায় শ্রমিক শোষণ নিষিদ্ধ। এ প্রসঙ্গে হাদিস শরীফে উলে-খ আছে, "শ্রমিকের গায়ের ঘাম শুকানোর পূর্বেই তার মজুরি পরিশোধ কর।"

৬. **দাম ব্যবস্থা:** এ ধরনের অর্থব্যবস্থায় সরকার বা অন্য কোন একক পক্ষ দাম নির্ধারণ ও নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। বাজারে অসংখ্য ক্রেতা বিক্রেতার চাহিদা ও যোগানের পারস্পরিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে স্বয়ংক্রিয়ভাবে দাম নির্ধারিত হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১.৪

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. কোন অর্থব্যবস্থায় ব্যক্তিগত মালিকানা থাকে না?

ক. ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা
খ. ইসলামী অর্থব্যবস্থা
গ. সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা
ঘ. মিশ্র অর্থব্যবস্থা

২. মিশ্র অর্থব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে-

i. সরকারি নিয়ন্ত্রণ
ii. স্বয়ংক্রিয় দাম ব্যবস্থা
iii. ব্যক্তিগত স্বাধীনতা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের দিন।

একটি দেশের বিভিন্ন গ্রামীণ এলাকা জরিপ করে দেখা গেল সেসব এলাকার জনগণ সবাই একসাথে ফসল উৎপাদন করে। সেই উৎপাদিত ফসল সবার মাঝে প্রয়োজন অনুযায়ী বণ্টিত হয়।

৩. দেশটিতে কোন ধরনের অর্থব্যবস্থা বিদ্যমান?

ক. সমাজতান্ত্রিক খ. ধনতান্ত্রিক গ. মিশ্র ঘ. ইসলামী

৪. এ ধরনের অর্থব্যবস্থায় ভোক্তা ও তাঁর ইচ্ছামত কোন দ্রব্য ভোগ করতে পারে না এবং উৎপাদনও করতে পারে না

কারণ-

i. এ অর্থ ব্যবস্থায় উৎপাদন ব্যবস্থা ব্যক্তি মালিকানাধীন

ii. কি পরিমাণ উৎপাদিত হবে এবং বণ্টিত হবে তা কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত

iii. সকল সম্পদ রাষ্ট্রীয় মালিকানায় নিয়ন্ত্রিত

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. ঘটনা-১ ঃ জবা বিকেলে বন্ধুদের সাথে মাঠে খেলতে না গিয়ে বাসায় টিভি দেখেছে।

ঘটনা-২ ঃ জবা স্কুলের বার্ষিক পরীক্ষায় ভালো রেজাল্ট করায় বাবা-মা তাকে নিয়ে কক্সবাজার বেড়াতে যায়।

ঘটনা-৩ ঃ সরকার দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণ করে।

ক. অধ্যাপক এল. রবিন্স অর্থনীতির কি সংজ্ঞা দিয়েছেন?

খ. দুষ্প্রাপ্যতা ও অসীম অভাবের মধ্যে কিভাবে সমন্বয় ঘটে?

গ. ঘটনা-১ এর আলোকে উদ্দীপকে কোন বিষয়টি তুলে ধরা হয়েছে বর্ণনা করুন।

ঘ. ঘটনা-২ ব্যক্তি জীবনে এবং ঘটনা-৩ অর্থনীতিতে প্রভাব ফেলে- মূল্যায়ন করুন।

২. ১. সোহেল 'X' দেশের নাগরিক। তিনি শিক্ষা বৃত্তি নিয়ে 'Z' দেশের একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনার সুযোগ পান। 'Z' দেশটিতে অর্থনৈতিক ব্যবস্থার যে বিষয়টি তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করল সেটি হচ্ছে রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে যাবতীয় অর্থনৈতিক কার্যক্রমের পরিচালনা। সেখানে ব্যক্তিগত মুনাফার উদ্দেশ্যে কোন প্রতিষ্ঠান নেই। তখন সোহেল তার নিজ দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা নিয়ে চিন্ড়া করলেন যেখানে রাষ্ট্রের পাশাপাশি বেসরকারি বা ব্যক্তিগত উদ্যোগকে গুর"ত্ব দেয়া হয়।

ক. 'X' দেশটিতে কোন ধরণের অর্থব্যবস্থা প্রচলিত?

খ. 'X' দেশের অর্থব্যবস্থার প্রধান দু'টি বৈশিষ্ট্য লিখুন।

গ. 'Z' দেশের অর্থব্যবস্থার বিবরণ দিন।

ঘ. 'X' ও 'Z' দু'টি দেশের অর্থব্যবস্থার মধ্যে আপনার নিকট কোনটি বেশি গ্রহণযোগ্য। উত্তরের স্বপক্ষে যুক্তি দিন।

উত্তরমালা

উত্তরমালা

পাঠ ১.১:	১। ঘ	২। ক	৩। ক	
পাঠ ১.২:	১। ক			
পাঠ ১.৩:	১। গ	২। গ		
পাঠ ১.৪:	১। গ	২। ঘ	৩। ক	৪। গ